শেষ বলে থ্রিলার জিতে বেঁচে রইল নাইটরা

‘আর’ আর ‘আরে’র হাত ধরে ছুটছে কেকেআর

রাজর্ষি গঙ্গোপাধ্যায়

পারস্পরিক সম্পর্কে ক্রিকেট আর জীবন যদি বন্ধু হয়, যদি সময়-সময় বিবিধ মিল থাকে তাদের অনিশ্চিত ওঠা-নামায়, তা হলে দুইয়েরই বর্তমান শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন নিঃসন্দেহে রিঙ্কু সিং বটে! উত্তরপ্রদেশের প্রত্যন্ত আলিগড় থেকে কেউ আজ পর্যন্ত আইপিএল খেলেননি। আগামীতে খেলবেন কি না, কেউ জানে না। উত্তরপ্রদেশের প্রত্যন্ত আলিগড় থেকে এসে রত্নখচিত আইপিএল টিমকে কেউ আজ পর্যন্ত জেতায়নি। আগামীতেও জেতাবে কি না, কেউ জানে না। নেহাত আইপিএল পৃথিবীতে ফ্র্যাঞ্চাইজি আর মাঠের সম্পর্ক ‘মালিক’ আর ‘ভাড়াটে’র। নইলে অ্যাদ্দিনে ইডেন ক্লাবহাউসে রিঙ্কুর মর্মর মূর্তি বসানোর সোচ্চার দাবি উঠে যেত!

উচিত, দাবি আলবাত ওঠা উচিত। আমেদাবাদে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে পাঁচ ছক্কায় ম্যাচ জেতানোর পর বুধবার শেষ বলে বাউন্ডারি মেরে জেতানো! এ যে সিনেমার চিত্রনাট্যে হয়! কোথাও গিয়ে মনে হচ্ছে, কেকেআর ড্রেসিংরুমে রিঙ্কু নামক এক সিংহকে চিরকালীন উদাহরণ হিসেবেও রেখে দেওয়া উচিত। প্লেয়ার আজ আসবে। কাল চলে যাবে। কালের নিয়মে রিঙ্কুও সরে যাবেন একদিন। কিন্তু কেকেআরের ভাবীকাল রিঙ্কুকে দেখে বিশ্বাস নিতে পারবে যে, জীবন সব সময়ই বন্ধুর নয়। জীবন সব সময় ‘মিম’ আর উপহাসের কর্কশ অভিজ্ঞতা নয়। বরং উইলো নামক এক পরশপাথর দিয়ে সেই ‘মিম’ আর উপহাসকে বদলে ফেলা যায় গভীর সম্মানে, সমালোচনার রাশভারি মুখাবয়বদের বেঁধে ফেলা যায় ভালবাসার গ্রন্থিতে।

আবেগ মাফ করবেন, পাঠক। কিছু করার নেই যে। বুধবারের ইডেনে, খেলার অন্তিম ওভারে আগাগোড়া কৃপণ বোলিং করে যাওয়া অর্শদীপ সিংয়ের শেষ বলে রিঙ্কু সিং (১০ বলে ২১ নঃআঃ) সপাট বাউন্ডারিটা না মারলে কেকেআর আজ জেতে না। নাইটদের আইপিএল স্বপ্নও এ দিনই গঙ্গাপাড়ে বিসর্জন হয়ে যায়। শুষ্কং-কাষ্ঠং পরিসংখ্যান আর কার্ডাস বর্ণিত স্কোরবোর্ড নামক ‘গাধা’ বলবে কেকেআর ম্যাচ জিতেছে অনায়াস পাঁচ উইকেটে। পুরো ফালতু। কেকেআর জিতেছে খেলার শেষ বলে।

এবং জিতিয়েছেন রিঙ্কু সিং!

রাতের ইডেনে পঞ্চাশ হাজারের টানা ‘রিঙ্কু...রিঙ্কু’ গর্জন শুনে বেশ মোহাবিষ্টই লাগছিল। কী করা যাবে, এত দিন যে ‘রাসেল...রাসেল’ শুনে কর্ণগহ্বর অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আর কেমন আশ্চর্য দেখুন। এই যে আন্দ্রে রাসেল পাঞ্জাব বোলিংকে বেদম প্রহার দিয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিয়ে গেলেন। নীতীশ রানা চাপের মুখে অমন সুন্দর একটা হাফসেঞ্চুরি করে গেলেন। কিন্তু কেউ আজ নিজের কথা বলতে চাইছেন না। রিঙ্কু নিয়ে স্তোতবাক্য পাঠ করে যাচ্ছেন কেবল। নীতীশ প্রায় আবেগ-অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে গেলেন, ‘‘রিঙ্কুকে আমি বলেছি, এই যে ইডেন তোর নাম নিয়ে এখন গর্জন করে, এটাই তোর প্রাপ্তি।’’ রাসেল গর্বিত ভাবে জুড়ে গেলেন, ‘‘উল্টো দিকে রিঙ্কু থাকলে আমার এতটুকু আর টেনশন থাকে না। ও যা করছে, দেখলে এখন গায়ে কাঁটা দেয় আমার।’’ রাসেল বলছেন এটা, রাসেল!

এটা অনস্বীকার্য যে, ম্যাচের নায়ক

হাফসেঞ্চুরি শিখরের ।-দেবাশিস সেন

এ দিন ‘ড্রে রাস’। তাঁর ২৩ বলে ৪২ না থাকলে রানার (৩৮ বলে ৫১) প্রতাপও এ দিন জলে যেত। রিঙ্কুর শৌর্যও। টিমের নোটবুক থেকে প্লে অফ নামক অভীষ্ট লক্ষ্য সরে গিয়ে গোটা কয়েক নিয়মরক্ষার ম্যাচ খেলাই তখন পড়ে থাকত শুধু। শিখর ধাওয়ানের হাফসেঞ্চুরি আর শেষ দু’ওভারের রান-সাইক্লোনে (পাঞ্জাব ইনিংসের শেষ দু’ওভারে উঠেছে ৩৬) নাইটদের টার্গেট মন্দ দেয়নি পাঞ্জাব—১৮০। যা ইডেনের শুকনো উইকেটে তোলা মোটেও জলবৎ তরলং ছিল না। কারণ, ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্কায় গত কয়েক দিন মাঠ-পিচ ঢাকা যায়নি, বলও তাই ঘুরেছে দেদার। পাঞ্জাবের হাতে ভাল স্পিনার ছিল না। তবু নাথন এলিসের দুর্বোধ্য সব স্লোয়ার আর রাহুল চাহারের লেগস্পিন বারবার বিপাকে ফেলেছে নাইটদের। রানা আউট হলেন যখন, কেকেআরের ২৮ বলে ৫৬ দরকার। রাসেল সেই সময় মাঝে মাঝে বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারি মারছিলেন, অনবরত নয়। তবু রানটা নামতে-নামতে শেষ ১২ বলে ২৬-এ নেমে দাঁড়াল, উনিশ নম্বর ওভার করতে এলেন স্যাম কারান আর ঠিক মুহূর্ত থেকে তাণ্ডবটা শুরু করলেন রাসেল।

কারানের দ্বিতীয় বলে ছয়! তৃতীয় বলে ছয়! পঞ্চম বলে ছয়! রাসেলকে দেখা গেল ক্রোধে ব্যাটে ঘুঁষি মারছেন বারবার। মারবেনই। কঠোর সমালোচনা কম হয়নি এবার তাঁকে নিয়ে, লোকে বলেছে রাসেল শেষ, কেকেআর খামোখা টানছে তাঁকে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, রাসেলকে ভোগাচ্ছে তাঁর নতুন স্টান্স। যেখানে দু’পায়ের মধ্যে ‘গ্যাপ’ থাকছে বেশি। যার ফলে ওয়াইড ইয়র্কার দিলে শটে যথেষ্ট ‘পাওয়ার’ পাচ্ছেন না তিনি, মারতে গিয়ে আউট হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু লেগ-মিডল লাইনে ফেললে রক্ষা পাবে, সাধ্যি কার? কারানও পেলেন না। উল্টে এক ঝটকায় টার্গেট নেমে এল ছ’বলে ছ’রানে।

কে জানত, তার পরেও এমন অন্তহীন নাটক ম্যাচে বাকি থাকবে? শেষ ওভারের প্রথম ৪ বলে ৪ দিলেন অর্শদীপ। পঞ্চম বল—রাসেল রান আউট। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডারকে দেখা গেল, রিঙ্কুর কাঁধে হাত রেখে কিছু বুঝিয়ে আসতে। শুনেটুনে স্টান্স নিলেন রিঙ্কু, দৌড় শুরু করেও থেমে গেলেন অর্শদীপ, ফিরে গেলেন বোলিং মার্কে। দৌড় শুরু করলেন আবার।

কেকেআর আজ পারবে, না পারবে না? কেকেআর আজ বেঁচে থাকবে, না থাকবে না?

খেলছে যখন ‘আর’, ছুটবে কেকেআর!

সংক্ষিপ্ত স্কোর: পাঞ্জাব কিংস ২০ ওভারে ১৭৯-৭ (শিখর ৫৭, জিতেশ ২১, বরুণ ৩-২৬) কেকেআর ২০ ওভারে ১৮২-৫ (নীতীশ ৫১, রাসেল ৪২, রিঙ্কু ২১ নঃআঃ, চাহার ২-২৩)।

রিঙ্কু-রূপকথা চলছে। -অচিন্ত্য রায়

‘রাস’-পূর্ণিমা

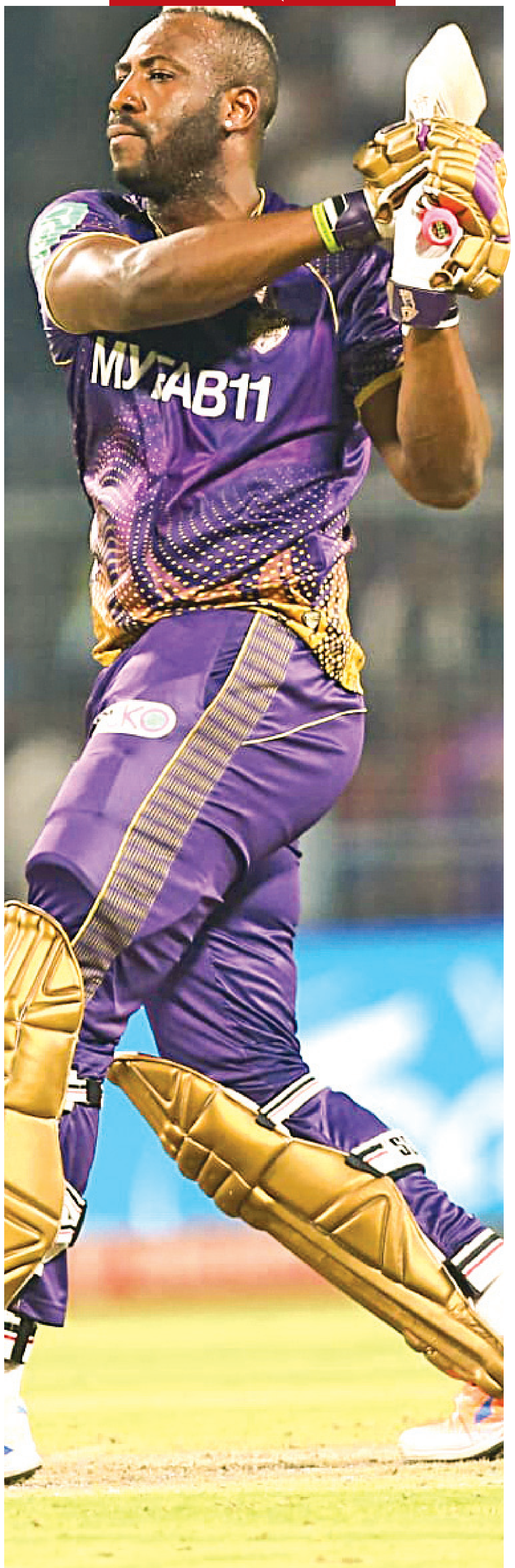

ইডেনে রাসেল-ঝড়। সোমবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে।-অচিন্ত্য রায়

বিশ্বাস ছিল, রিঙ্কু ঠিক জিতিয়েই ফিরবে রাসেল

আলাপন সাহা

সোশ্যাল মিডিয়ায় বীরেন্দ্র শেহবাগের পোস্ট-‘রিঙ্কু একেবারে নিজস্ব মেজাজেই ম্যাচটা শেষ করল।’

একা শেহবাগ কেন, রিঙ্কু নিয়ে আবেগ-স্রোত এখন গোটা ভারতীয় ক্রিকেটমহলে বয়ে যাচ্ছে। ইডেনে গ্যালারি জুড়ে একটা সময় যেরকম, রিঙ্কু...রিঙ্কু শব্দব্রহ্ম চলছিল, যা দেখে রীতিমতো আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছিলেন নীতিশ রানারা। কেকেআর অধিনায়ক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে বলে গেলেন, ‘‘ইডেনের গ্যালারি যেরকমভাবে রিঙ্কু...রিঙ্কু করে চিৎকার করছিল, সেটাই ওর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।’’

ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে প্রেস কনফারেন্সে এসে আন্দ্রে রাসেল বেশিরভাগ সময়টাই পড়ে রইলেন রিঙ্কু নিয়ে। বলে গেলেন, তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। জানতেন শেষ বলে রিঙ্কু ম্যাচ ঠিক শেষ করে আসবেন। রাসেল বলছিলেন, রাসেল বলছিলেন, ‘‘জানতাম ও শেষ বলে ম্যাচ শেষ করে আসবে। রিঙ্কু কিন্তু দারুণ ব্যাটিং করছে। সবচেয়ে বড় কথা হল ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে। আর আপনি যেখানেই বল করুন না কেন, সব ধরণের শট ও খেলতে পারে। ফলে কীভাবে কাউন্টার অ্যাটাক করতে হয়, সেটা ওর খুব ভাল জানা আছে। বিশ্বাস ছিল যে রিঙ্কু শেষ বলে ঠিক জিতিয়েই ফিরবে। আমি সেটা ওকে বলেওছিলাম। ওকে বলি তোমার উপর পুরো বিশ্বাস আছে। তুমি ম্যাচটা জেতাবেই।’’

একা রিঙ্কু নন, রাসেলের ওই ২৩ বলে ৪২ রানের ইনিংসটা ছাড়াও কেকেআর কোনওভাবে জেতে না। এতদিন পর্যন্ত সেভাবে ‘রাসেল-ঝড়’ দেখা যায়নি। যা এদিনের ইডেন দেখল। বলছিলেন, ‘‘আমি জানতাম বোলাররা আমাকে অফস্টাম্পের অনেকটা বাইরে বোলিং করবে। সেটাকে কাউন্টার করার জন্যই আমি একটু বেশি অফস্টাম্পের ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়েছিলাম।’’

> জানতাম অর্শদীপ শেষ ওভারটা করবে। ডেথ ওভারে ও খুব ভাল বোলিং করে। সেখানে দুটো-তিনটে ডট বল হয়ে গেলেই চাপটা আমাদের উপর চলে আসত। তাই ঠিক করেছিলাম শেষ ওভারের জন্য যত কম রান রাখা যায়। সেটাই শুধু আমার মাথায় ঘুরছিল।
>
> **আন্দ্রে রাসেল**

স্যাম কারানকে উনিশতম ওভারে তিনটে ছয় মারার প্রসঙ্গে রাসেল বলে যান, তিনি শেষ ওভারে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছিলেন না। বললেন, ‘‘জানতাম অর্শদীপ শেষ ওভারটা করবে। ডেথ ওভারে ও খুব ভাল বোলিং করে। সেখানে দুটো-তিনটে ডট বল হয়ে গেলেই চাপটা আমাদের উপর চলে আসত। তাই ঠিক করেছিলাম শেষ ওভারের জন্য যত কম রান রাখা যায়। সেটাই শুধু আমার মাথায় ঘুরছিল।’’

সবমিলিয়ে রাসেল-রিঙ্কু জুটিতেই কেকেআরের কাছে প্লে অফ এখনও জীবিত।

যে জুটিতে জয় এল : রিঙ্কু সিং আর আন্দ্রে রাসেল।

রোহিতের ফর্মই ভাবাচ্ছে মুম্বইকে

মুম্বই : দুঃস্বপ্ন বললেও কম বলা হবে। চলতি আইপিএল অন্ততপক্ষে তাই রোহিত শর্মার কাছে। ১০ ম্যাচে সাকুল্যে ১৮৪ রান। শেষ দু’ম্যাচে ফিরেছেন শূন্য রানে। ব্যাট হাতে এমন বিপন্ন দশায় মুম্বইকরকে শেষ কবে পাওয়া গিয়েছে, মনে করা দুষ্কর। ঠিক এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার ওয়াংখেড়ে এমন একটা ম্যাচ খেলতে নামছেন, যেখানে প্রতিপক্ষের সেরা অস্ত্রের নাম বিরাট কোহলি।

তবে রোহিত বনাম বিরাট নয়, মঙ্গলবারের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-আরসিবি দ্বৈরথে মূল উপজীব্য বিষয়, প্লে অফের অঙ্ক। ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট দু’দলেরই। আর সেই পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আরসিবি, ছয়ে মুম্বই। অর্থাৎ ওয়াংখেড়ে’তে যে দল জিতবে প্লে অফের দৌড়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে তারা।

আর এই অঙ্কেই মুম্বই শিবিরে চিন্তার দোসর হয়ে উঠেছেন খোদ রোহিত।

কিংবদন্তি-কথা : আড্ডায় শচীন তেণ্ডুলকর ও বিরাট কোহলি।

ব্যাটিং গড় নেমে এসেছে উনিশের নিচে (১৮.৩৯)। শেষ ম্যাচে নিজেকে তিন নম্বরে নামিয়ে এনেও শেষরক্ষা হয়নি। প্লে অফের স্বপ্ন জিইয়ে রাখতে গেলে দল-অধিনায়ককে যে ফর্মে ফিরতে হবে, সেটা ভালই জানে মুম্বই শিবির। রোহিতের ফর্ম যে দলের মাথাব্যথার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে পক্ষান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেড কোচ মার্ক বাউচারও। চলতি আইপিএলে প্রথম সাক্ষাতে কার্যত একপেশেভাবে রোহিতদের ঘরের মাঠে হারিয়েছিল আরসিবি। রানের ফুলঝুরি ছুটিয়েছিলেন কোহলি, ‘অরেঞ্জ ক্যাপে’র মালিক ফাফ ডু’প্লেসি। যে ফর্মে তারা রয়েছেন, একই দৃশ্যের অবতারণা ওয়াংখেড়ে-তে ঘটলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তবে শেষ ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হার ধাক্কা দিয়েছে আরসিবিকে। দিল্লি ম্যাচে হারের পর বিরাটদের স্টাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডু’প্লেসি অবশ্য বলেছেন, “আইপিএলের শুরু থেকে আমি আগ্রাসী ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করেছি। লক্ষ্য ছিল, স্টাইক রেটে উন্নতি ঘটানো। অতীতে বহুবার এমন হয়েছে, ভাল শুরু করেও পরে রানের গতি আমরা বাড়াতে পারিনি। সেই ভুল থেকে শেখার চেষ্টা করেছি।”

আজ আইপিএলে
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম আরসিবি
মুম্বই, সন্ধ্যা ৭.৩০
স্টার স্পোর্টস

আইপিএলের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

কমেন্ট্রি দুনিয়ায় ফিরতে পারেন সৌরভ

আলাপন সাহা

ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর দীর্ঘদিন কমেন্ট্রি বক্সে দেখা গিয়েছে তাঁকে। বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর কমেন্ট্রি থেকে বিরতি নিয়েছিলেন তিনি। আবারও তাঁকে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে।

তিনি- সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

যা শোনা যাচ্ছে, তাতে আসন্ন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কমেন্ট্রি করতে পারেন সৌরভ। আগামী ৭ জুন ওভালে শুরু হবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের যুদ্ধ। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ফাইনালে থাকবেন সৌরভ। যা খবর, তাতে সম্প্রচারকারী সংস্থা অনেক দিন আগেই সৌরভকে অফার দিয়ে রেখেছে ফাইনালে কমেন্ট্রির জন্য। যদিও ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক নিজে এখনও পর্যন্ত ঠিক করেননি যে তিনি কমেন্ট্রি করবেন কি না। দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অব ক্রিকেটের দায়িত্বে এসেছেন সৌরভ। তিনি ঠিক করেছেন আইপিএলের পরই কমেন্ট্রির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তার আগে কিছু নয়।

গুজরাত টাইটান্স আর আরসিবিকে পরপর দুটো ম্যাচে হারিয়ে প্লে অফের আশা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে দিল্লি। বুধবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে নামবেন ডেভিড ওয়ার্নাররা। টিম ইতিমধ্যেই চেন্নাই চলে গিয়েছে। এদিন বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল ক্রিকেটারদের। লিগ টেবিলের যা পরিস্থিতি, তাতে প্লে অফের আশা বাঁচিয়ে রাখতে গেলেন বাকি সব ম্যাচগুলোতে এখন জিততেই হবে ডেভিড ওয়ার্নারদের।

সৌরভ-ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ বলছিলেন, বিশ্ব টেস্টে চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে সৌরভ যাবেন, সেটা ঠিক হয়ে আছে। কমেন্ট্রির অফারও আছে। তবে তিনি এখনও কিছু চূড়ান্ত করেননি। আসলে এই মুহূর্তে দিল্লি ক্যাপিটালস ছাড়া আর আর কোনও কিছু নিয়ে ভাবতে চাইছেন না মহারাজ। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন আইপিএলের পর।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

কেরলে বিজয়ন ● সিকিমে পুষ্পা ছেত্রী ● মণিপুরে বেম বেম দেবী

বাংলা ফুটবলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রহিম নবি

দুলাল দে

দায়িত্বে আসার পর থেকে কল্যাণ চৌবে, সাজি প্রভাকরণ জুটি নিজেদের মতো করে নতুন ভাবে সাজাতে চাইছেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। শুরুতে সন্তোষ ট্রফির সেমিফাইনাল-ফাইনাল বিদেশের মাটিতে আয়োজন করার পর, এবার নতুন একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। ঠিক হয়েছে, প্রতিটি রাজ্যে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য, একজন করে ফুটবলারকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে নির্বাচিত করা হবে। মূলত তাঁদের মুখকে সামনে রেখেই রাজ্যগুলিতে ফুটবলের প্রচার চালাবে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। কিন্তু কারা কারা হবেন সেই রাজ্যের ফুটবলের মুখ, তা নির্বাচন করার দায়িত্ব অবশ্য নিজেদের কাঁধে রাখতে চাননি ভারতীয় ফুটবল সংস্থার কর্তারা। ছেড়ে দিয়েছিলেন রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলির উপরে। এই মুহূর্তে ৩৬টি ফুটবল সংস্থারই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরের নাম এসে পৌঁছেছে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার কর্তাদের হাতে। যা কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষণা করে দেবে এআইএফএফ।

কোন কোন গুণের অধিকারী হলে সেই ফুটবলারকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে বেছে নেওয়া হবে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট করে কোনও নিয়ম-নীতি রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলিকে বলে দেয়নি ফেডারেশন। নিজেদের রাজ্যর ফুটবলের প্রসার বাড়ানোর জন্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঠিক করতে রাজ্য সংস্থাগুলিকেই পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন ফেডারেশন কর্তারা। তবে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ফুটবলার হতেই হবে। সে বর্তমান কিংবা প্রাক্তন যা-ই হোন না কেন। রাজ্য সংস্থাগুলি তাঁদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরের নাম ঠিক করে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনে পাঠাবে। আর তাঁদের কাজে লাগাবে ফেডারেশন।

রহিম নবি।

আইএম বিজয়ন।

বেম বেম দেবী।

আব্দুল মজিদ।

এই নিয়মেই এআইএফএফের হাতে ৩৬টি ফুটবল সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরের নাম এসে পৌঁছেছে। যা দেখা যাচ্ছে, তাতে মোটামুটি ভাবে প্রাক্তন ফুটবলারদেরই নাম ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে নির্বাচিত করেছে রাজ্য সংস্থাগুলি।

বাংলা থেকে এই মুহূর্তে অর্জুন ফুটবলার রয়েছেন পাঁচজন। সুধীর কর্মকার, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মণ্ডল এবং সুব্রত পাল। এঁদের মধ্যে সুধীর কর্মকার কোনওরকম ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। বয়সজনিত কারণে সুব্রত ভট্টাচার্যও এখন বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যস্ত রাজনীতিতে। বাকি রইলেন দীপক মণ্ডল এবং সুব্রত পাল। এর মধ্যে সুব্রত পাল শুধু অর্জুন নন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। ২০১১-এশিয়ান কাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর খেলা দেখে বিখ্যাত ফুটবল বিশেষজ্ঞরা তাঁকে ভারতের ‘স্পাইডারম্যান’ আখ্যা দিয়েছিলেন। তারমধ্যে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আইএসএলে নিয়মিত খেলেছেন তিনি। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন কর্তারা যে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরদের যে তালিকা পেয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, বাংলা থেকে তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে নাম গিয়েছে রহিম নবির। ফেডারেশন কর্তারা বলছেন, আইএফএ যাঁর নাম পাঠিয়েছে, তাঁর নামই তাঁরা ঘোষণা করবেন।

কেরলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে যাঁর নাম পাঠানো হয়েছে, তাঁকে নিয়ে কোনও বিতর্ক ওঠারই সুযোগ নেই। কারণ, কেরল নাম পাঠিয়েছে আইএম বিজয়নের। যেমন গোয়া তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঠিক করেছে ব্রুনো কুটিনহোকে। কাশ্মীর থেকে বড় ফুটবলার বলতে তিনজনের নাম উঠে আসে। আব্দুল মজিদ, মেহরাজউদ্দিন এবং ইসফাক আহমেদ। কাশ্মীর ঠিক করেছে আব্দুল মজিদকে। তবে সিকিম এবং মণিপুর দুটো রাজ্যই তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে মহিলা ফুটবলারের নাম পাঠিয়েছে। পুরুষ ফুটবলারের নাম ঠিক করলে সিকিম থেকে বাইচুং আর মণিপুর থেকে রেনেডির নাম নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সিকিম পাঠিয়েছে পুষ্পা ছেত্রীর নাম। আর মণিপুর প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক, মহিলা অর্জুন ফুটবলার বেম বেম দেবীর নাম। এক্ষেত্রে বাইচুং বললেন, ‘‘আমি সিকিমের ফুটবল সংস্থায় রয়েছি। এই অবস্থায় আমার নাম দেওয়া ঠিক নয়। মহিলা ফুটবলার নির্বাচিত করে ভালই হয়েছে।’’

সুনীল ছেত্রী এখন দিল্লিতে থাকেন না বলে তাঁর নামও ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে পাঠায়নি দিল্লি ফুটবল সংস্থা। পাঠানো হয়েছে প্রাক্তন ফুটবলার তরুণ রায়ের নাম। এবার নির্বাচিত ফুটবলারদের কীভাবে রাজ্যের ফুটবল প্রসারে কাজে লাগানো হবে, তার রূপরেখা ঠিক করে দেবে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

ঠিক হয়েছে, জুনিয়র ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলে উদ্বুদ্ধ করা ছাড়াও, ফুটবলের প্রসারে তাঁদের রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হবে। ফুটবলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর নির্বাচন করার আগে তাই রাজ্য সংস্থাগুলি দেখেছে, জুনিয়র ফুটবলারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারদের প্রভাব কতটা।